ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১৫৫২
আগরতলা, ৩ জুলাই, ২০২৫

নির্বাচন কমিশনের রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ
বিহার এসআইআর ২০২৫ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করল কমিশন

ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) বুধবার নির্বাচন সদনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে এবং নির্বাচন কমিশনার ড. সুখবীর সিং সুন্ধু ও ড. বিবেক জোশির উপস্থিতিতে কমিশন দলীয় প্রতিনিধিদের উত্থাপিত উদ্বেগ, সমস্যা ও প্রশ্নাবলির উত্তর দেয় এবং বিহারে চলমান বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করে। উপস্থিত রাজনৈতিক দলগুলি ছিল-ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, রাষ্ট্রীয় জনতা দল, সমাজবাদী পার্টি, দ্রাবিদা মুনেত্রা কাজাগম, ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি-শরদচন্দ্র পাওয়ার, ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট)। কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট) লিবারেশন, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া, শিব সেনা (উদ্ধভ বালাসাহেব ঠাকরে)।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছেন যে এসআইআর একটি পরিকল্পিত, গঠিত ও ধাপে ধাপে প্রক্রিয়া, যা সমস্ত যোগ্য নাগরিকের নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিচালিত হচ্ছে। বিহার জুড়ে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা নিযুক্ত ১,৫৪,৯৭৭টি বুথ স্তরের এজেন্ট (বিএলএ) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করায়, প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। সিইসি শ্রী জ্ঞানেশ কুমার সব রাজনৈতিক দলকে আরও বিএলএ নিযুক্ত করার জন্য আহ্বান জানান, যাতে ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করা যায় এবং প্রক্রিয়াটিকে আরও অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ করা যায়।

প্রথম পর্যায়ে ২৫ জুন থেকে ৩ জুলাই ২০২৫, ৭.৯০ কোটি ভোটারদের এনুমারেশন ফর্ম (ইএফ) মুদ্রণ ও বিতরণ চলছে। ২৩ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বর্তমান রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে ইআরও-রা আংশিক পূর্ণ ফর্ম সরবরাহ করছেন। ৭৭,৮৯৫টি বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) এই কাজে নিয়োজিত, এবং আরও ২০,৬০৩ বিএলও নিযুক্ত করা হচ্ছে। ফর্মগুলো ২৪ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ভোটার তালিকাভুক্ত ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ফর্ম ডাউনলোড করা যাবে ইসিআই পোর্টাল (https://voters.eci.gov.in), থেকে। রাজনৈতিক দলগুলোর বিএলএ-রা প্রতিদিন ৫০টি পর্যন্ত প্রত্যয়িত ফর্ম জমা দিতে পারবেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৫ জুলাই ২০২৫-এর আগে ভোটাররা ফর্ম পূরণ করে জমা দেবেন। ৪ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক (সরকারি কর্মচারী, এনসিসি, এনএসএস সদস্য) বিএলওদের সাথে সহায়তা করছেন। বয়স্ক, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীদের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

২য় পাতায়

২০০৩ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকা ভোটারদের কেবলমাত্র ফর্ম ও তালিকার একটি অনুলিপি জমা দিলেই হবে, ডাউনলোড করা যাবে ইসিআই পোর্টাল থেকে (https://voters.eci.gov.in)। অতিরিক্ত নথির প্রয়োজন নেই। তবে, যাদের নাম ২০০৩-এর তালিকায় নেই, তাদের জন্মতারিখ অনুযায়ী নিম্নলিখিত নথি লাগবে:

i. ১ জুলাই ১৯৮৭-এর আগে জন্ম- নিজের জন্য একটি নথি

ii. ১ জুলাই ১৯৮৭ থেকে ২ ডিসেম্বর ২০০৪ এ জন্ম হলে নিজের ও একজন অভিভাবকের নথি

iii. ২ ডিসেম্বর ২০০৪-এর পরে জন্ম হলে নিজের ও দুই অভিভাবকের নথি

যাদের বাবা-মায়ের নাম ০১.০১.২০০৩ সালের তালিকায় রয়েছে, তাদের বাবা-মায়ের জন্য আলাদা নথি প্রয়োজন হবে না।

তৃতীয় পর্যায়, ২৫ জুন থেকে ২৬ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত বিএলওরা ফর্ম ও নথি সংগ্রহ করবেন এবং বিএলও অ্যাপ / ECINET-এ আপলোড করবেন। জমা দেওয়ার সময় ভোটারদের রসিদ দেওয়া হবে। ফর্মগুলি সংশ্লিষ্ট ইআরও/এইআরও-এর কাছে জমা দেওয়া হবে। অনলাইন ফর্ম জমা দেওয়ার সুবিধাও আজ সন্ধ্যার মধ্যে চালু হবে।

চতুর্থ পর্যায়ে ১ আগস্ট ২০২৫ ড্রাফট ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২৫ জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে জমা ফর্মযুক্ত ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বাকি কারোর নাম তালিকায় থাকবে না। ইআরও ও এইআরও ফর্মগুলি যাচাই করবেন (ভারতীয় নাগরিক, ১৮+ বছর, সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাস)। রাজনৈতিক দলগুলিকে বিনামূল্যে কপি দেওয়া হবে এবং ইসিআই ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

পঞ্চম পর্যায়ে ১ আগস্ট-১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সাধারণ জনগণ দাবি ও আপত্তি জমা দিতে পারবেন। দাবি/আপত্তি ফর্ম ৬ ও একটি ঘোষণা ফর্ম সহ দাখিল করতে হবে। বিএলও-রা প্রতিদিন ১০টি ফর্ম জমা দিতে পারবেন। ইআরও/এইআরও ফর্মগুলি তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। দৈনিক তালিকা ইআরও অফিস ও সিইও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সাপ্তাহিক রিপোর্ট শেয়ার করা হবে।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ প্রকাশিত হবে। সকল স্বীকৃত রাজনৈতিক দলকে বিনামূল্যে হার্ড ও সফট কপি দেওয়া হবে। ইসিআই ওয়েবসাইটেও তালিকা প্রকাশ করা হবে। কেউ ইআরও'র সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে আরপি অ্যাক্ট, ১৯৫০-এর সেকশন ২৪(এ) অনুযায়ী জেলাশাসকের কাছে আপিল করতে পারেন। পরবর্তী আপিল সেকশন ২৪(বি) অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন অফিসারের কাছে করা যাবে।

বিহারের সমস্ত যোগ্য নাগরিকদের এই বিশেষ অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, যাতে কোন ভোটার বাদ না পড়েন। ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস নোটে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

****